Cosmo School

নবম ও দশম শ্রেণি

বাংলা ১ম পত্র

'জুতা আবিষ্কার'

হবু রাজা বললেন গবু মন্ত্রীকে, কাল সারা রাত আমি ভেবেছি, ধরণিতে চরণ ফেলা মাত্র কেন মলিন ধুলা পায়ে লাগে! জগৎ থেকে ধুলা দূর করো। তখন সারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবীদের ডাকা হলো। সভা-সেমিনার-বৈঠক, কর্মশালা হলো। অনেক পিপে নস্য শেষ করে সিদ্ধান্তে আসা গেল, সমগ্র পৃথিবী ঝাড়ু দিয়ে ধুলা দূর করতে হবে।

শুরু হলো রাজ্যব্যাপী ঝাড়ু দেওয়া কর্মসূচি। তখন ধুলায় আকাশ গেল ঢেকে, দিনের বেলায়ও চারদিক অন্ধকার। সবার নাক বন্ধ, চোখ বন্ধ, সর্দি-কাশিতে অবস্থা খারাপ। রাজা বললেন, 'করিতে ধুলা দূর, জগৎ হলো ধুলায় ভরপুর।' তখন আবার বিশেষজ্ঞরা সভা-সেমিনার-কর্মশালা করলেন। এবার ঠিক করা হলো, পানি সেচে ধুলা দূর করতে হবে। ভিস্তিওয়ালারা পানি সেচতে শুরু করল। নদনদী শুকিয়ে মারা যেতে লাগল মাছ, আর ডাঙা ডুবে গেল জলে-কাদায়, সর্দি-জ্বরে দেশটা উজাড় হওয়ার উপক্রম। রাজা বললেন, এমনি সব গাধা, ধুলারে মারি করিয়া দিল কাদা।

প্রশ্ন: রাজা সবাইকে 'গাধা' বলেছেন কেন? ব্যাখ্যা কর।

কবিতায় 'হবু চন্দ্র রাজা' ধুলার অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য তার মন্ত্রীদের উপায় খুঁজে বের করার নির্দেশ দিলে তারা গোটা রাজ্যব্যাপী যে লেজেগোবরে অবস্থার সৃষ্টি করেছিল এখানে তার বিশদ বর্ণনার প্রয়োজন নেই। ঝাঁট দিয়ে ধুলা দূর করা, চামড়া দিয়ে পথ-ঘাট সব ঢেকে দেয়া, পানি ঢেলে সব রাস্তা কর্দমাক্ত করে তোলা ইত্যাদি সব অভিনব কান্ড তারা ঘটিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ধুলার কবল থেকে হবু চন্দ্র রাজা মুক্তি পেয়েছিলেন ।

মন্ত্রীদের সব প্রচেষ্টা যখন বিফলে গেল তখন এক মুচি এসে হবু চন্দ্র রাজাকে বলল, 'নিজের চরণ দুটি আগে ঢাকো/ধরণী আর ঢাকতে হবে নাকো।' এরপর মুচি রাজার পা দুটি চামড়ার জুতো বানিয়ে ঢেকে দিল। তা দেখে মন্ত্রী বলল, 'এটাতো আমারও ছিল মনে, কেমনে ব্যাটা পেরেছে সেটা জানতে!' জুতা আবিষ্কার কবিতায় তাও তো একজন মুচি পাওয়া গিয়েছিল যে হবু চন্দ্র রাজার পা চামড়া দিয়ে মুড়ে 'ধুলো সন্ত্রাসে'র আক্রমণ থেকে তাকে নিস্তার দিয়েছিল। বর্তমানে বাংলাদেশে কী সেরকম একজন পাওয়া যাবে, যে সমস্যার মূল জায়গটা মানুষকে দেখিয়ে দেবে?

প্রশ্ন: চামার-কুলপতিকে মন্ত্রী কেন সূলে চড়াতে চাইলেন?

আবার সবাই বসলেন পরামর্শসভায়। এবার সিদ্ধান্ত হলো, চামড়া দিয়ে দুনিয়াটা ঢেকে দিতে হবে। চামারদের ডাকা হলো। চর্মকার-প্রধান বললেন, ভয়ে ভয়ে একটা কথা বলি। পুরাটা পৃথিবী চামড়া দিয়ে ঢাকবেন, এত চামড়া কোথায় পাবেন? আর চামড়া দিয়ে সব মাটি ঢেকে ফেললে ফসলই-বা ফলবে কোথায়? তার চেয়ে একটা কাজ করুন। নিজের দুটি চরণ ঢাকো তবে, ধরণি আর ঢাকিতে নাহি হবে। আসেন, রাজামশাই, আপনার পা দুটো চামড়া দিয়ে ঢেকে দিই। তাহলেই আর আপনার পায়ে ধুলা লাগবে না। তা-ই করা হলো। রাজার দুই পা চামড়া দিয়ে ঢেকে দেওয়ার ব্যবস্থা হলো। সেই চামড়ার তৈরি পা-ঢাকনা জুতমতো পরা যায়, আবার খুলেও রাখা যায়।

প্রশ্ন: "মাটির ভয়ে রাজ্য হবে মাটি" – উক্তিটি বুঝিয়ে লিখ।